সমকাল

22 OCT 2016

রাবিতে আট বছরে খুন ১১ ছাত্র-শিক্ষক

■ মুস্তাফিজ রনি, *রাবি*

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক সংঘটিত হচ্ছে খুন। এতে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সবার মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। গত বৃহস্পতিবার গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী মোতালিব হোসেন লিপুসহ গত আট বছরে ছাত্র-শিক্ষক মিলে খুন হয়েছেন ১১ জন। আগের ১০টি ঘটনার এখনও বিচার হয়নি। এদিকে লিপু হত্যার কোনো রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারেনি পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক চারজনের মধ্যে নিহতের রুমমেট ছাড়া অন্যদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে লিপুর মা হোসনে আরা বেগম অভিযোগ করেছেন, ছেলেকে তার রুমমেটরাই হত্যা করেছে। তিনি হত্যাকারীকে খুঁজে বের করে শাস্তির দাবি জানান।

জট খোলেনি লিপু হত্যার

গত বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব আবদুল লতিফ হলের পেছনের নর্দমা থেকে লিপুর লাশ উদ্ধার করা হয়। তিনি ওই হলেই থাকতেন। লিপুকে হত্যা করা হয়েছে বলেই সবাই ধারণা করছেন। এর আগে ২৩ এপ্রিল নগরীর শালবাগান এলাকায় ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক রেজাউল করিম সিদ্দিকী মুকুলকে কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। এর একদিন আগে নগরীর একটি হোটেলে খুন হন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী মিজানুর রহমান। ২০১৪ সালের ১৫ নভেম্বর সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক শফিউল ইসলাম লিলনকে কুপিয়ে হত্যা করা। ওই বছরের ৪ এপ্রিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগকর্মী রুস্তম আলী আকন্দ খুন হন। এর আগে ২০১৩ সালের ১৪ এপ্রিল রাবি স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছাত্রলীগকর্মী রবিউল ইসলাম, ২০১২ সালের ১৫ জুলাই ছাত্রলীগকর্মী আবদুল্লাহ আল হাসান সোহেল খুন হন। ২০১০ সালের ১৫ আগস্ট ছাত্রলীগকর্মী নাসরুল্লাহ নাসিমকে হল থেকে ফেলে হত্যা করা হয়। একই বছর ৮ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগকর্মী ফারুক হোসেনকে কুপিয়ে হত্যা করে ছাত্রশিবির। এ ঘটনার পর পুলিশের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয় রাবি শিক্ষার্থী ও শিবিরকর্মী হাফিজুর রহমান শাহীন। ২০০৯ সালের ১৩ মার্চ ছাত্রলীগের হাতে খুন হন শিবির নেতা শরীফুজ্জামান নোমানী।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সভাপতি ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডে বলেন, 'নিয়মিত এমন ঘটনায় আমরা উদ্বিগ্ন। অধিকাংশ হত্যার ঘটনার কোনো শাস্তি আমরা আজও দেখতে পাইনি। এমন চলতে থাকলে হত্যাকারীরা আরও উৎসাহিত হবে। বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণেই এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।'

ক্রপ সায়েন্স বিভাগের শিক্ষার্থী রাশেদ খান বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর বেশ কয়েকটি হত্যার ঘটনা দেখলাম। এতে আমার পরিবার আতঙ্কিত। বাবা-মা সারা দিনে অনেকবার আমাকে ফোন দেন।'

লিপুর লাশ উদ্ধারের পর ক্যাম্পাসে কিছুটা থমথমে ভাব বিরাজ করছে। এরই মধ্যে আগামী সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

রাবিতে আট বছরে খুন

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা। পরীক্ষা সামনে রেখে যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মুজিবুল হক আজাদ খান।

লিপুর হত্যার রহস্য মেলেনি : লিপুর লাশ উদ্ধারের পর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তার রুমমেট মনিরুল ইসলাম, বন্ধু প্রদীপ ও হলের দু'জন গার্ডকে থানায় নেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে মনিরুল ছাড়া অন্যদের গতকাল শুক্রবার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানিয়েছেন মতিহার থানার ওসি (তদন্ত) অশোক চৌহান। তিনি বলেন, 'হত্যার ঘটনায় নির্দিষ্ট কোনো ক্লু আমরা পাইনি। তবে তার রুমমেটের কিছু কথা ও প্রক্সি পরীক্ষা দেওয়ার বিষয়টি খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।'

ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডে বলেন, 'লিপুর হত্যার বিষয়ে বিভাগের আন্দোলন নিয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। আজ শনিবার মিটিংয়ে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

ফোনে হত্যার হুমকি দেয় রুমমেট : ঝিনাইদহ প্রতিনিধি জানান, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে লিপুর লাশ পৌঁছায় তার গ্রামের বাড়ি ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু থানার মকিমপুর গ্রামে। পরে সেখানে তার দ্বিতীয় জানাজা শেষে রাত ১২টার দিকে পারিবারিক কবরস্থানে লাশ দাফন করা হয়। লিপুর লাশ গ্রামে আসার পরই হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। হোসনে আরা বেগম কিছুতেই মানতে পারছেন না ছেলে হত্যার বিষয়টি। তিনি বলেন, লিপু পূজার ছুটিতে বাড়িতে আসার সময় একজন তাকে ফোনে হত্যার হুমকি দেয়। তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটিও হয়। আমি লিপুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'কে হুমকি দিচ্ছে? তুমি তার মোবাইল নাম্বারটা দাও।' সে বলেছিল, আমার এক রুমমেট। এবার ফিরে এসে তার নাম্বার দেব। লিপু ফিরল ঠিকই; তবে লাশ হয়ে। তিনি অভিযোগ করেন, ক্যাম্পাসে ফেরার আগের দিন মোবাইলে যার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছিল, সেই আমার সন্তানকে হত্যা করতে পারে। এ বিষয়ে গোয়েন্দারা খোঁজ নিলেই হত্যার রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারবে বলেও জানান তিনি।